ইমানদীপ্ত আহ্বান

বই	ইমানদীপ্ত আহ্বান
মূল	শাইখ খালিদ আর-রাশিদ
অনুবাদ	হাসান মাসরুর
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

ইমানদীপ্ত আহ্বান

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

ইমানদীপ্ত আহ্বান
শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
জিলকদ ১৪৪১ হিজরি / জুলাই ২০২০ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ২৯৪ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

সূচিপত্র

মুসলিমই আমার পরিচয় ¦ ০৭

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! (পর্ব-১) ¦ ৫৩

ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ! (পর্ব-২) ¦ ৭৯

নাইজারের কিছু সুখ-দুখের স্মৃতি ¦ ১০৫

তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে ¦ ১৪৫

তাদের পথ ছেড়ে কোথায় তোমরা? ¦ ১৭৯

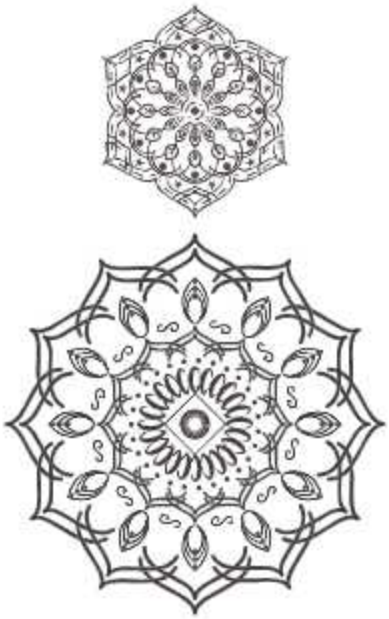

মুসলিমই আমার পরিচয়

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অন্তরের মন্দ ভাব ও খারাপ কর্ম থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে তিনি হিদায়াত দেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার মতো আর কেউ নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হিদায়াত দেওয়ার মতো আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسلِمُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'[১]

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيباً

'হে মানব-সমাজ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, অতঃপর সেই দুজন থেকে বিস্তার করেছেন বহু নর-নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[২]

১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২
২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১।

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَ قُولُواْ قَولًا سَدِيداً - يُصلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُم وَ يَغْفِرْ لِكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ مَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে মহাসাফল্য অর্জন করল।'[৩]

'নিশ্চয় সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কথা। সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হলো নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ। আর সকল নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত। আর সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং সকল ভ্রষ্টতার শেষ পরিণাম জাহান্নাম।'[৪]

আল্লাহর বান্দারা,

ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরবদের মাঝে অনেক বিষয়ই একরকম ছিল—যেমন : ভাষা, অভ্যাস, গোত্রপ্রধানের আনুগত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা ছিল অভিন্ন; কিন্তু এগুলো তাদের মাঝে ঐক্য ও বন্ধন স্থাপন করতে পারিনি। তাদের মাঝে শত্রুতার আগুন লেগেই থাকত। সবসময় তারা লিপ্ত থাকত যুদ্ধ-বিগ্রহে। কত যে ভয়ংকর ছিল তখনকার পরিস্থিতি, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আল্লাহই ভালো জানেন তা।

এমতাবস্থায় আরবদের প্রয়োজন ছিল এমন এক বন্ধনের, যার ওপর ভিত্তি করে তাদের মতানৈক্য মিটে যাবে এবং তাদের হৃদয়গুলো পরস্পর আবদ্ধ হয়ে যাবে। ইসলাম আকিদার বন্ধনকে প্রথম ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করে। এটাই প্রথম ভিত্তি, যার ওপর মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও বন্ধন নিশ্চিত করা যায়। একইভাবে ইসলাম দ্বীনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরও কিছু বন্ধনের

৩. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

৪. শব্দগত কিছুটা তারতম্যের সাথে এটি অনেক হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, সুনানুন নাসায়ি : ৪৫, ১৫৭৮; মুসনাদু আহমাদ : ১৪৩৩৪; সহিহ মুসলিম : ৮৬৭; সহিহ ইবনি খুজাইমা : ১৭৮৫; তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৮৫২৩।

স্বীকৃতিও দেয়। ইসলাম শতধা বিভক্ত আরবকে বিভক্তি থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে গোত্রপ্রীতি, শ্রেষ্ঠত্বের বুলি ও হিংসা মানুষকে বিভক্ত করে। ইসলাম একটি নিদর্শন স্থাপন করে যে, আল্লাহর কাছে সকল মানুষ সমান, যেমন চিরুনির প্রতিটি দাঁত এক সমান। আল্লাহর কাছে মানুষের মূল্যায়ন হয় তার তাকওয়া অনুযায়ী, তার ইমানের ভিত্তিতে। মানুষের সৌন্দর্য বা বংশমর্যাদা মূল্যায়নের মাপকাঠি নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

'তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান।'[৫]

আল্লাহ রব্বুল আলামিন আরও বলেন :

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى

'আর তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি এমন কিছু নয়, যা তোমাদের আমার নিকটবর্তী করে দেবে।'[৬]

রাসুল ﷺ-এর বিদায় হজের দিনটির কথা স্মরণ করুন। হজে সমবেত উম্মাহর সামনে তিনি খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। বললেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

'হে মানুষ-সকল, তোমাদের রব এক ও অদ্বিতীয়, তোমাদের পিতা একজন। সাবধান, কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের বিশেষ মর্যাদা নেই। আর কোনো আরবের ওপরও কোনো অনারবের বিশেষ

৫. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩।
৬. সুরা সাবা, ৩৪ : ৩৭।

মর্যাদা নেই। মর্যাদা নেই বর্ণভেদে কোনো লালের জন্য কোনো কালোর ওপর বা কোনো কালোর জন্য কোনো লালের ওপর। মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান। শোনো, আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি?' উপস্থিত সাহাবিগণ বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল।'[৭] এরপর রাসুল ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট (আমার বার্তা) পৌঁছে দেয়।'[৮]

আল্লাহর বান্দারা,

রাসুল ﷺ-এর আগমনের আগে এ ধরা অন্ধকারে ডুবে ছিল। এ কথা সবারই জানা। তখন আরবে বিরাজ করছিল 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থা। পুরুষরা যা বলত এবং করত, তা-ই ছিল ন্যায়। নারীদের তখন কোনো অধিকার ছিল না। রাসুল ﷺ-এর আবির্ভাবের পর পৃথিবীটা যেন নতুন প্রাণ পেল—দীর্ঘ তৃষ্ণার পর লোকেরা তাদের পিপাসা মেটাল।

لَمَّا أَطَلَّ مُحَمَّدٌ زَكَتِ الرُّبَا *** واخْضَرَّ فِي الْبُسْتَانِ كُلُّ هَشِيْمِ

'মুহাম্মাদের আবির্ভাবে স্ফীত হলো যত সতেজ টিলা। বাগানের সব শুকনো ঘাস নিমিষেই হলো সবুজ শ্যামল।'

রাসুল ﷺ-এর আবির্ভাব ছিল তাগুত ও তাগুতের দোসরদের ধ্বংসের ঘোষণা, নতুন ভোরের সূচনা, নবজাগরণের আরম্ভ, পৃথিবীব্যাপী ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভূমিকা। যেটা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। যেটা সম্ভব মানুষের মাঝে আল্লাহর শরিয়ত দ্বারা শাসন-বিচার কার্যকর করার মাধ্যমে। জাফর ﷺ নাজ্জাশিকে বলেছিলেন :

أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا

৭. শুআবুল ইমান : ৪৭৭৪, মুসনাদু আহমাদ : ২৩৪৮৯।
৮. সহিহুল বুখারি : ১৭৪১, সহিহু মুসলিম : ১৬৭৯।

الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ،

'হে বাদশাহ, আমরা ছিলাম অজ্ঞ জাতি। মূর্তিপূজা করতাম। মৃত জন্তুর গোশত খেতাম। বিভিন্ন অশ্লীল কাজ করতাম। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীদের ভুলে থাকতাম। আমাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর শোষণ চালাত। আমরা এমনই ছিলাম, যতদিন না আল্লাহ আমাদের কাছে আমাদের মধ্য থেকে তাঁর একজন রাসুল পাঠালেন। আমরা তাঁর বংশ, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সম্পর্কে অবগত আছি।'[৯] অর্থাৎ ইসলামের আগমনের মাধ্যমেই এ পৃথিবী আলোকিত হয়েছে। বিদূরিত হয়েছে জাহিলিয়াতের সকল অজ্ঞতা-অন্ধকার।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

'তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।'[১০]

ইসলাম এসেছে একতা প্রতিষ্ঠিত করতে; মানুষের মাঝে বন্ধন গড়তে; জাহিলিয়াতকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে; জাহিলিয়াতের বিপজ্জনক বিষয়বস্তু তথা জাহিলি স্লোগান, গোত্রপ্রীতির অন্ধতা, বংশ নিয়ে গর্ব করা, অন্যের বংশকে হেয় প্রতিপন্ন করাকে নিঃশেষ করতে—যাতে কেউ অন্যের ওপর নিজের বাপ-দাদার বংশ নিয়ে অহংকার দেখাতে না পারে।

৯. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪০
১০. সুরা আল-জুমুআ, ৬২ : ২।

আল্লাহর বান্দারা,

ইসলাম বংশ নিয়ে গর্ব করতে নিষেধ করে; যদিও কারও গর্ব করার মতো বংশমর্যাদা সত্যিকারার্থেই থেকে থাকে। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, বংশ নিয়ে মিথ্যা গর্ব করলে সেটা কেমন নিকৃষ্ট হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

'নিশ্চয় আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না—যে দাম্ভিক অহংকারী।'[১১]

রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহি পাঠিয়েছেন, তোমরা বিনয়ী-নম্র হও, এমনকি কারও ওপর কেউ যেন গর্ব না করে এবং কারও প্রতি কেউ যেন জুলুম না করে।'[১২]

রাসুল ﷺ কি মানবজাতির নেতা নন? তার ওপরে তিনি কি রাসুলদের নেতা নন? তিনি মানবজাতি ও রাসুলদের নেতা হওয়া সত্ত্বেও বলেছেন :

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، وَلَا فَخْرَ، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ

'আমি আদম-সন্তানদের সরদার, এতে (আমার) কোনো অহংকার নেই। কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আমার জন্য জমিন বিদীর্ণ করা হবে, এতে আমার কোনো অহংকার নেই। আমিই হব সর্বপ্রথম শাফাআতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার শাফাআতই কবুল করা হবে, এতেও আমার কোনো অহংকার নেই। কিয়ামত দিবসে আমার হাতে

১১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৬।

১২. সহিহু মুসলিম : ২৮৬৫, সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৯৫।

আল্লাহর প্রশংসার পতাকা থাকবে, এতেও আমার কোনো অহংকার নেই।'[১৩]

কিন্তু হায়, কত মানুষই তো নিজের পিতৃপরিচয় নিয়ে অহংকার করে বেড়ায়। যদিও তাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি সামান্য কিছুই হোক, তারা সেটা নিয়ে হম্বিতম্বি করে বেড়ায়। বস্তুত মানুষের মর্যাদা নিজ মুখে বলে বেড়াবার মাঝে নয়; বরং মর্যাদা তো (উত্তম কিছু) করে দেখানোর মাঝে। মুতানাব্বি সত্যই বলেছে :

إِنَّ الفَتَى مَنْ يَقُولُ هَا أَنَا ذَا *** لَيسَ الفَتَى مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِيْ

'প্রকৃত বীর সে যে বলে, "আমার কীর্তি দেখো।" "আমার বাবা এমন ছিলেন" যে বলে—সে বীর নয়।'

আমরা অনেকবারই জাহিলিয়াতের ধ্বজাধারীদের বংশগৌরবের মিথ্যা আস্ফালন দেখেছি। অথচ তারা একটা মাছির পাখার সমানও নয়। এতটুকু মূল্যও তাদের নেই। ইসলাম জাতি-প্রথাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। সালমান ﷺ ছিলেন পারস্যের অধিবাসী, কিন্তু তাতে কোনো কিছু যায় আসে না। তাঁর আসল পরিচয়, আসল সম্মান তিনি তাকওয়াবান। এ বিষয়ে খন্দক খননের সময় নবিজি ﷺ ইঙ্গিত করেছিলেন তাঁর কথায়। বিলাল ﷺ ছিলেন হাবশি (গোলাম), কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ তিনি মুসলিম, তাঁর মর্যাদা কেবল তাঁর তাকওয়া অনুযায়ী। তিনি ছিলেন নবি ﷺ-এর মুয়াজ্জিন। রাসুলের মজলিশের নিকটতম ব্যক্তি। ইকরামা বিন আবু জাহেল ﷺ-এর বাবা ছিল এ উম্মতের ফিরআওন, কিন্তু তাঁর পিতৃপরিচয় তাঁর সম্মানে এতটুকু আঁচড় বসাতে পারেনি, কারণ তিনি মুসলিম, তাঁর মর্যাদা তাকওয়া অনুযায়ী নির্ধারিত। তিনি মর্যাদাবান সাহাবিদের একজন। তিনি সেসব সাহাবির একজন, যারা উত্তম পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয়েছিলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ-এর পিতা ছিল পথভ্রষ্টদের একজন দলপতি ও আল্লাহর কিতাব নিয়ে ঠাট্টাকারী, কিন্তু তাঁর পিতৃপরিচয় তাঁর সম্মান কমিয়ে দেয়নি। তিনি ছিলেন আল্লাহর নবির ডান হাত, আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারি। আবু উবাইদা ﷺ-এর বাবা ছিল দ্বীনের শত্রু

১৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪৩০৮।

মুশরিকদের একজন, কিন্তু তাঁর পিতৃপরিচয় তাঁর সম্মানে কমতি করে দেয়নি, তিনি হলেন আশারায়ে মুবাশশারার (জান্নাতের দশজন সুসংবাদপ্রাপ্তদের) একজন। তাঁরা প্রত্যেকেই সৃষ্টির সেরাদের একজন। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে প্রাণ উৎসর্গকারী। এমন অতুলনীয় মানুষদের সম্পর্কে বলা সাজে যে, তোমাদের জাত কী? তোমাদের বংশ কী? বলো আমাদের, যেন তোমাদের যথার্থ সম্মান দিতে পারি আমরা!

কাফির-মুশরিকদের বংশধর হয়ে তাদের বংশ নিয়ে অহংকার করা কি সমীচীন? অন্যদিকে, আবু তালিব ছিলেন রাসুল ﷺ-এর চাচা, রাসুলের পক্ষে শত্রুদের প্রতিরোধকারী, কিন্তু তিনি জাহান্নামিদের একজন। তেমনই আবু লাহাব ছিল রাসুল ﷺ-এর চাচা, যার দুহাত ধ্বংস হওয়ার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে কুরআনে। তাদের ক্ষেত্রে কি বংশ কোনো কাজে আসবে? কিনআনের বংশপরিচয় কোনো কাজে আসবে কি? তার বাবা তো ছিলেন আল্লাহর নবি নুহ ﷺ।

রাসুল ﷺ বা তাঁর কোনো সাহাবির পিতা বা চাচা কাফির ছিল বলে কি তাঁদের সম্মানে কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এটা? এমন কমতি বর্ণনা করা কি আমাদের জন্য ঠিক হবে?

لَعَمْرُكَ ما الإِنْسَانُ إِلَّا بِدِيْنِهِ

فَلا تَتْرُكِ التَّقْوَى اتِّكَالاً عَلَى النَّسَبْ

فقد رَفَعَ الإِسْلامُ سَلْمانَ فَارِسٍ

وقَدْ وَضَعَ الشِّرْكُ الشَّرِيْفَ أَبَا لَهَبْ

'আল্লাহর কসম, দ্বীনদারিই ঠিক করে দেয় কে কেমন। বংশমর্যাদার ওপর তবে ছেড়ে দিও না তাকওয়ার ভার। পারসিক সালমানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে ইসলাম ধর্মগ্রহণ। আর উচ্চবংশীয় আবু লাহাবের পতন ঘটিয়েছে তার শিরক।'